দর্শনা সীমান্তে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার বার উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি সদস্যরা ২ কেজি ৩৮৪ গ্রাম ওজনের ছোট বড় ৫টি সোনার বার আটক করেছে। তবে এ ঘটনায় বিজিবি কোন চারাচালানীকে আটক করতে পারেনী।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা উপজেলার ঝাঝাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে এই সোনার বারগুলি আটক করে।
চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান (পিএসসি) এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, সুলতানপুর বিওপির’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ রবিউল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে সীমান্তের মেইন পিলার ৭৯ হতে আনুমানিক ২ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঝাঝাডাঙ্গা ঈদগাহ সংলগ্ন কবরস্থানের পশ্চিম পার্শ্বে আম বাগানের মধ্যে অবস্থান করে। অবস্থান কালে বেলা ১২ টার দিকে সন্দেহজনক ভাবে উক্ত এলাকা দিয়ে একজন ব্যক্তিকে সীমান্তের শূণ্য লাইনের দিকে যেতে দেখলে বিজিবি টহল দল তাকে ধাওয়া করে। বিজিবি’র উপস্থিতি টের পেয়ে উক্ত ব্যক্তি হাতে থাকা সাদা রংয়ের একটি শপিং ব্যাগ ফেলে দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে যায়। বিজিবি সশস্ত্র টহল দল ফেলে যাওয়া ব্যাগটি জব্দ করে। জব্দকৃত শপিং ব্যাগটি তল্লাশী করে স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ০৩টি প্যাকেট হতে ০২ কেজি ৩৮৪ গ্রাম (২০৪.৩৯ ভরি) ওজনের ছোট বড় ০৫টি স্বর্ণের বার আটক করতে সক্ষম হয়। এই বারগুলির বাজার মৃল্যে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা

এ ব্যাপারে নায়েক মোঃ রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করেছে এবং আটককৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দামুড়হুদায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার বীজ বিতরণের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার ৩৯০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে গম, ভুট্টা, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দামুড়হুদা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

জেলা কৃষি কর্মকর্তা বিভাস চন্দ্রের সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা।

অনুষ্ঠানে বিঘাপ্রতি ২০ কেজি করে গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ২ কেজি করে ভুট্টা বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ১ কেজি করে সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; ১ কেজি করে শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ৫ কেজি করে মুগ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ৫ কেজি করে মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় এক সঙ্গে চার নবজাতক শিশুর জন্ম

চুয়াডাঙ্গায় এক সঙ্গে জন্ম নিয়েছে চার নবজাতক শিশু সন্তান। এক সঙ্গে এই চার নবজাতক শিশু সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তসলিমা খাতুন
(২৫) নামের এক গৃহবধূ।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে দশটার সময় শহরের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গাইনি বিভাগে গাইনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. আকলিমা খাতুন সফল নরমাল ডেলিভারি করেন।

তসলিমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের ইমরান হোসেনের স্ত্রী।

জন্ম নেওয়া সন্তানদের বাবা ইমরান হোসেন বলেন, আরও দুই মাস পর বাচ্চা জন্ম নেওয়ার কথা ছিল। আজকে সকালে হঠাৎ আমার স্ত্রীর ব্যাথা উঠলে দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে আসি। এ সময় নরমাল ডেলিভারিতে এক সঙ্গে চার শিশুর জন্ম হয়। যার মধ্যে তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলে। জন্মের আধা ঘণ্টা পর ছেলে সন্তানটি মারা যায়। বর্তমানে বাচ্চাদের মাসহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে। এখন পর্যন্ত আমার সন্তানদের নাম রাখা হয়নি।

সদ্য জন্ম নেওয়া চার নবজাতক শিশুর বাবা ইমরান হোসেন পেশায় একজন আটো চালক।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. আকলিমা খাতুন বলেন, আজকে সকালে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় ও অত্যন্ত প্রসব বেদনা নিয়ে হাসপাতালে আসে। এই রোগীর আগেও একটা বাচ্চা হয়েছে সিজারের মাধ্যমে। যে কারণে নরমাল ডেলিভারি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো তার জন্যে। এর পরও তার অবস্থা বুঝে আমরা খুব দ্রুত ডেলিভারির সিদ্ধান্ত নিই। এতে ৪ যমজ শিশু জন্ম নেয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। বাচ্চারা ও বাচ্চার মা আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. মাহবুবুর রহমান মিলন বলেন, একসাথে জন্ম নেওয়া ৪ জমজ সন্তান মধ্যে ৩ জন শিশু সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে। আমাদের

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জের বিরুদ্ধে অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ তদন্ত কমিটির ঘটনাস্থল পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে মারধর ও অর্থবাণিজ্যের গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তীত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরির্দশন করেছেন। কমিটি লিখিত স্বাক্ষতকার গ্রহণ করেছেন অনেকের। মিলতে শুরু করেছে ঘটনার সত্যতা। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত মধ্যস্থতাকারি সাইফুল ইসলামকে পেলে পরিষ্কার হবে ৯৫ হাজার টাকার ভাগ কে কত নিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে পিকাপভ্যানসহ ঢাকা ধামরাইয়ের ৪ জনকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় দেনদরবার করে নেহালপুর গ্রামের সাইফুলের মাধ্যস্থতায় আটককৃতদের ছেড়ে দেবার গুরুত্বর অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএমকে প্রধান করে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

গতকাল বুধবার ২৫ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে তদন্ত কমিটির প্রধান ঘটনাস্থল পরির্দশন করেন এবং অনেকের লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে আছেন সোরাফ হোসেন, বোন রেহেনা ওরফে জয়নব, রেহেনার মেয়ে রিক্তা খাতুন।

লিখত বক্তব্যে প্রত্যেকেই জানান, ঢাকার মেহমানরা পিকাপ নিয়ে গত

১১টার দিকে আমি একটি মাঠে কাজ করছিলাম সেখানে আসে এবং আমাকে ধমক দিয়ে ধরে নেবার চেষ্টা করে ও শাসাতে থাকে। মাঠের লোকজন এর প্রতিবাদ করলে দারোগা চলে যায়।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে উৎসবের আমেজ; নেতৃত্ব পরিবর্তনের গুঞ্জন

আলমডাঙ্গা উপজেলার বৃহত্তর ব্যবসায়ী সংগঠন বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আর মাত্র ১ দিন পর শনিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আগামী শনিবার সকাল ৮ থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। থানা পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ও সাংগঠনিক নীতিমালা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা। ভোটের সময় যত ঘনিয়ে আসছে প্রচারণার মাত্রাও নতুন রূপ নিচ্ছে। এবার নেতৃত্ব পরিবর্তন আসার গুঞ্জন চলছে। একই পরিবারের দুই ভাই সভাপতি প্রার্থী হওয়ায় ভোট ভরাডুবির কবলে বিজয়ী মালা পড়তে পারেন সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মকবুল হোসেন এমনটাই আশঙ্কা করছে ভোটাররা। বণিক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে পোস্টারে ছেয়ে গেছে আলমডাঙ্গা পুরো শহর। বাজারের অলিগলিতে প্রার্থীদের পদচারণায় মুখর।

প্রার্থীদের সমর্থনে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচারণা চলছে। এ নির্বাচনকে ঘিরে মাইকিং নিষিদ্ধ থাকলেও পায়ে হেটে ভোটারগণের দারস্থ হচ্ছেন প্রার্থীরা। বর্তমান ও সাবেক দায়িত্বরত ব্যাক্তিরাই আবারো প্রার্থী হয়েছেন। নানান অভিযোগের মধ্যেও নিজেকে উদীয়মান ও গ্রহণ যোগ্য নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলছে প্রচারণা। এ নির্বাচনকে ঘিরে আলমডাঙ্গা বাজারের সর্বত্রই এখন বইছে উৎসবের আমেজ। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন উৎসবের ভোটের প্রতীক্ষায় আছেন তারা। দীর্ঘ ৩ বছর পর নির্বাচন হওয়ায় প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪ জন।

প্রার্থীরা হলেন-সভাপতি পদে আরেফিন মিঞা মিলন (ছাতা),আলহাজ্ব মকবুল হোসেন (দোয়াতকলম) ও সাইফুল ইসলাম লিটন (চাকা)।সহসভাপতি পদে কামরুল ইসলাম হীরা (মাছ) ,হাফিজুর রহমান (চশমা), রফিকুল আলম (দেয়াল ঘড়ি) ও আব্দুল হামিদ (বটগাছ)। সাধারণ সম্পাদক পদে কামাল হোসেন (আনারস), খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন (বাই সাইকেল)। সহ সাধারণ সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম (বাঘ), বাবুলুর রহমান (ডাব), বদর উদ্দিন (হাঁস), জাহাঙ্গীর আলম (গোলাপ ফুল)। কোষাধ্যক্ষ পদে আলাউদ্দিন (মোরগ) সোহানুর রহমান বাবুল (হাতী)। সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ (মই), আমিরুল ইসলাম লিটন (চেয়ার)। ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল (মিনার) আসাদুল হক (তাঁরা)। দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন (কলম) ইফতেকার আহমেদ (টিয়াপাখি)। ক্রীড়া সম্পাদক পদে মাসুদ রানা মাসুম (ফুটবল) ও হাবিবুর রহমান (আম) প্রতিক।

উল্লেখ্য, নির্বাচনে ২১ পদের বিপরীতে ৩৬ জন মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেন। এর মধ্যে ২ জন সদস্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ১০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়। বণিক সমিতির ভোটার সংখ্যা হলো ১ হাজার ৫৬ জন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা- সিরাজুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে উৎসব বিরাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আগামি শনিবার সকাল থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

দর্শনা ওয়াল্টন প্লাজার আর্থিক সহায়তা প্রদান ও দোয়া মাহফিল

দর্শনা ওয়াল্টন প্লাজার পণ্যক্রয় করে মারা যাওয়া একটি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ও মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল ৪ টায় দর্শনা বাসস্ট্যান্ড পাড়ায় এ আর্থিক

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

সহ আটক ৩

দামুড়হুদা দর্শনা মহা সড়কের মাঝামাঝি স্হান থেকে জেলা ডিবি পুলিশের অভিযানে বাংলাদেশ কেরু এন্ড কোম্পানীর ট্রাকে বাংলামদ ও চালক সহ ৩ জনকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আসামীদের কে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর ছিল যে কেরুর ওয়্যার হাউজ শান্তাহার থেকে চুরি করে ট্রাকে মদের একটি বড় চালান আসছে।সে খবর পাওয়ার পর দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশন ও ফায়ার সার্ভিসের মাঝামাঝি স্হানে ডিবি পুলিশের একটি টহলদল এম্বুস করে।রাত নয়টার দিকে গাড়িটি পুলিশ বেরিকেট পার হওয়ার চেস্টা করলে গাড়িটি আটক করা হয়।

যে ট্রাকে কেরুর শানতাহার পন্যাগার থেকে কেরুর ট্রাকে চুরি করা মদ নিয়ে দর্শনায় ফিরে আসা হচ্ছে, যা পুজার বাজারে দর্শনা এলাকায় অনেক টাকায় বিক্রি করা হবে। রাতেই ট্রাকটি তল্লাশী করে ১০ লিটার মদ সহ চালক মনিরুল ইসলাম,হেলফার সানোয়ার হোসেন ও বাপ্পারাজকে আটক করা হয়।পরে কেরুর নিজস্ব ট্রাক (নম্বর চুয়াডাঙ্গা-হ ১১০০০৯) ডিবি হেফাজতে রেখে বাংলামদ সহ গতকাল মঙ্গলবার আসামীদেরকে চুয়াডাঙ্গা কোটে চালান করা হয়েছে।

চিনিকলের পরিবহন বিভাগের অফিস জানান গত ২২ অক্টোবর কেরুর ডিস্টিলারির উৎপাদিত পন্য নিয়ে ট্রাকটি কেরুর শানতাহার ওয়্যার হাউজে যায় এবং মালামাল রেখে গতকাল ২৩ অক্টোবর রাতে ট্রাকটি ফিরে আসার সময় পুলিশের কাছে আটক হয়। কেরু চিনিকলের জি এম (প্রশাসন) মোঃ ইউসুপ আলি জানান ঘটনাটি শুনেছি আজ মঙ্গলবার সরকারি ছুটি বুধবার অফিস যথারিতি চলবে, অভিযুক্তদের বিষয়ে খোজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জীবননগরে একসাথে চার নবজাতকের জন্ম; খাদ্য ও শুভেচ্ছা সামগ্রী দিলেন পুলিশ সুপার

জীবননগরে একসাথে জন্ম নেয়া ৪ নবজাতক শিশু ও তার বাবা-মাকে পুলিশ সুপার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা, খাদ্য ও শুভেচ্ছা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার তাদের নিজ বাড়ি জীবননগর উপজেলার বাকা ইউনিয়নের সুটিয়া গ্রামে উপস্থিত হয়ে নবজাতক ৪শিশুর পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা, বাচ্ছাদের খাদ্য ও শুভেচ্ছা সামগ্রী পৌঁছে দেন পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের পক্ষে সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা –জীবননগর সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান।

উল্লেখ্য গত (৪ অক্টোবর) চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার বাকা ইউনিয়নের সুটিয়া গ্রামের জিয়াউর রহমানের স্ত্রী মোছা: তহমিনা খাতুন(২৪)-এর সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে যশোর আদ্বদীন হাসপাতালে একই সাথে ০২(দুই) পুত্র ও ০২(দুই) কন্যা সন্তানসহ মোট ০৪ (চার) জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করতে গতকাল পর্যন্ত যশোরে হাসপাতালেই অবস্থান করেন। নবজাতকদের চার ভাইবোনের নাম রাখা হয় যথাক্রমে জুমান, জুবায়ের, জুনিয়া ও জিনিয়া।

এর মধ্যে গত (২২ শে অক্টোবর) জিনিয়া অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। বতমানে জীবিত তিন শিশু সুস্থ আছে। এদিকে নবজাতক তিন শিশুকে দেখতে এলাকার সাধারন মানুষ জিয়াউর রহমানের বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ক্লোজড: তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থবানিজ্যের গুরুত্বর অভিযাগ উঠেছে। অভিযোগের সত্যতা মেলায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করা হয়েছে। এদিকে রকিবুল ইসলামের ক্লোজের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন কালিন সময়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বইছে আলোচনা সমালোচনা। সেই সাথে অভিযুক্ত এসআই রকিবুল ইসলামকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প থেকে ক্লোজড করায় এলাকাবাসি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারকে সাধুবাদ জানিয়ছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর স্কুল পাড়ায় কালুর বাড়িতে গত শুক্রবার ঢাকা ধামরাইয়ের মধুডাঙ্গা থেকে পিকাপভ্যান করে ৪ জন ব্যাক্তি বেড়াতে আসেন।

গত শুক্রবার দিনগত রাত ৩ টার দিকে হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স আর আরএফ’র কনোস্টবল ওয়াসিম ও সজিবকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে সন্দেহ জনক ভাবে ৪ জনকে আটক করেন এবং পিকাপভ্যানসহ তাদরকে ক্যাম্পে নিয়ে ১৩ ঘন্টা কাষ্টরিতে আটকিয়ে রাখেন। অভিযোগ উঠেছে আটককৃত ৪ জনকে ছাড়াতে সুকশৌলে ৯৫ হাজার টাকা অর্থবানিজ্য করেছেন তিনি। আর এ অর্থ লেনদেনের মাধ্যেমে হিসাব দায়িত্ব পালন করেন নেহালপুর গ্রামের ওয়াজেদের ছেলে সাইফুল ইসলাম। বিষয়টি অতিগোপনে করা হলও তা জানাজানি হয়ে যায়।

এনিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের দৃষ্টিগোচর আসে।

এসআই রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় গতকাল সোমবার তাকে হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্প থেকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করেন বলে পুলিশের একাধিক সূত্রে জানাগেছে।

অপরদিকে পুলিশের একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, আটককৃতদের ছেড়ে দেবার সময় বেশ কিছু সাদাকাগজে অনকের স্বাক্ষর করে

রাখা হয়। রোববার গভির রাতে তিনি সেগুলো অফিস বসে নিজকে রক্ষা করার জন্য নিজের মত করে লেখালেখি করেন।

এদিকে নামপ্রকাশ না করার শর্তে এলাকার অনকেই অভিযোগ করে বলেন, হিজলগাড়ী ক্যাম্পের ভিতরে বেগমপুর ইউপি চেয়ারম্যান মানুষের বসার জন্য একটি গোলঘর নির্মান করে দিচ্ছেন। অথচ রকিবুল ইসলাম এই গোলঘর নির্মানের অযুহাতে গণহারে মানুষের নিকট থেকে অনুদান হিসাবে অর্থ আদায় করেছেন। যা রীতিমত অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছে। যা নিয়ে এলাকায় আলাচনা সমালাচনা অব্যাহত আছে।

অনকেই মন্তব্য করে বলেছেন, গোল ঘর নির্মান করার কথা বলে মানুষের নিকট থেকে যে টাকা আদায় করা হয়েছে তা অমানবিক। যার হিসাব তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এদিকে ঘটনার পর থেকে মধ্যস্তাকারি নেহালপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম এসআই রকিবুলের নির্দেশে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছে। সাইফুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সঠিক তথ্য জানাযাবে টাকা কার পকেটে কত গেছে। তার সাথে কোন ভাবেই যোগাযাগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প থেকে আলোচিত ক্যাম্প ইনচার্জকে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসি।

এব্যাপারে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেন, এসআই রকিবুল ইসলামকে ক্যাম্প থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত পূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দর্শনার মোহাম্মদপুরে গৃহবধুর হত্যার রহস্য উৎঘাটন,

হত্যাকারি আটক

অবশেষে মাত্র ৭ ঘন্টার মাথায় উৎঘাটিত হয়েছে দর্শনার গৃহবধু মনজুরা খাতুন মিমের হত্যার রহস্য। বোনকে হত্যা করে নাটক সাজিয়ে রেহায় পেলোনা কুলাঙ্গার বড় ভাই আলমগীর।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার কথা অকপটে স্বীকার করলে পুলিশ আলমগীরকে আদালতে নেয়। বিজ্ঞ আদালত তার স্বীকারোক্তি মৃলক জবানবন্দি রেকর্ড করে।

গত রবিবার চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মিম আক্তার মনজুরা নামে এক নারীকে শ্বাসরোধ করে ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় তার ভাই আলমগীর কবীরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আলমগীর তার বোন হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে গতকাল সোমবার দুপুরে আদালতে জবানবন্দী প্রদান করেছেন।

এ ঘটনার রহস্য উদঘাটন করে প্রেসব্রিফিং করেছে জেলা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আলমগীর কবীর (৩৮) দর্শনার মোহাম্মদপুরের মৃত আরমান আলীর ছেলে।

বিকাল ৪ টার দিকে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দীন আল আজাদ (ক্রাইম এন্ড অপস্) বলেন, এক নিকট আত্মীয়ের সাথে বোনের পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক জেনে যায় ভাই। সেই অবৈধ সর্ম্পক থেকে বোনকে সরে আসার জন্য বারবার সতর্ক করে ভাই আলমগীর। কিন্তু বোন মনজুরা ভাইয়ের কথা না শুনে পরকীয় প্রেম চালিয়ে যায়। এ কারণে ক্ষুব্ধ ছিল ভাই।

এরই মধ্যে আলমগীরের সাবেক স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের সাথে বিবাদ সৃষ্টি হয়। শ^শুর বাড়ির লোকজন মোবাইল ফোনে হুমকি দিলে তা রেকর্ড করে বোনকে হত্যার জন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করে ভাই আলমগীর।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, পরিকল্পনা মতো গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোনকে কৌশলে বাড়ীর পাশের আমবাগানে ডেকে নিয়ে যায় ভাই। এসময় কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে বোনের নিজের ওড়না দিয়ে গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে লাশ বেগুন ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধারালো দা দিয়ে গলাকেটে মৃত্যু নিশ্চিত করে আলমগীর।

অনুসন্ধানের তথ্য থেকে পুলিশ কর্মকর্তা উদ্দীন আল আজাদ আরও

জানান, হত্যার পর ঘটনা অন্যদিক প্রবাহিত করার জন্য আসামী আলমগীর ধারালো দা দিয়ে নিজের মাথায় নিজেই তিনটি পোচ দেন এবং আমগাছে থাকা রশি নিয়ে নিজেই নিজের হাত-পা বেঁধে চিৎকার করতে থাকে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করলে অপহরণের নাটক সাজিয়ে বিভ্রান্ত করে আলমগীর। এসময় তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, এ ঘটনায় নিজেকে দায়ী করে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছেন আলমগীর। এর আগে গতকাল সোমবার সকালে আলমগীরকে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন বোন জামাই সুরুজ মিয়া।

পুলিশের প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা ও ডিবি পুলিশের ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (২২ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে দর্শনা মোহাম্মদপুরে বাড়ির পাশের একটি বেগুন ক্ষেত থেকে মিম আক্তার মনজুরার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ আলমগীরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনায় পুলিশের একাধিক টিম আলমগীরকে জিজ্ঞাসাবাদে সে এ হত্যা কান্ডের ঘটনা স্বীকার করে। গতকালই মনজুরা খাতুন মিমের লাশের ময়না তদন্ত শেষে স্থানীয় কোবরস্থানে দাফন সম্পর্ন হয়েছে।

এদিকে স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে বসত বাড়ির ২ কাটা জমি নিয়ে ভাই বোনের মধ্যে প্রায় ঝকড়া হতো। এ ধরনের ঘটনার জের ধরে এ হত্যাকান্ড ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসির ধারনা।